হরগৌরীর সংসার

▣ রনজিৎ পুরকায়স্ত

প্রথম দৃশ্য

[ওস্তাদ হর ঢোল কাঁধে মঞ্চে আসে। চড়কের উপযোগী কিছু কসরৎ করতে থাকে ছেলে-মেয়েরা]

ওস্তাদ : ধন্য ধন্য তুমি ভোলানাথ শিব
তিরুপতি নামে জানে দক্ষিণের জীব
উত্তরেতে কেদারনাথ সর্বলোকে পূজে
তারকনাথ নামে তোমায় চেনে যে পুবে
উত্তর পুবের এই পার্বতি রাজ্য
বুড়া শিব বলে জানি মোরা অনিবার্য
চৈত্র সংক্রান্তিতে করিব চড়ক
দেশ হইতে দুর হইব মারি মহামড়ক

সকলে : বাঃ বাঃ

ওস্তাদ : সখী চল দেখি গিয়া ..... (গান)
গিরিপুরে মহাদেবের মুখচন্দ্রিকার বিয়া।।

(নৃত্যগীত শেষ হলে সবাই হাসিঠাট্টায় ব্যস্ত)

ওস্তাদ : হাসিয়া সময় নষ্ট করিও না। সামনে চড়ক। ওখন থাকি রোজ মহড়া লাগব। ও বা সুবল তুমি আবার গতবারের মতো পিছলাইয়া পড়ি যাইও না।

(সবাই হাসে)

সুবল : না না ইবার পড়তাম নায় ওস্তাদ

ওস্তাদ : ইবার কিতা মাইয়্যা লোকের চড়ক হইত না কিতা।

রীনা : আরে না না আমরা এমনেউ কররাম। ওস্তাদ আমরা ই পূজা কেনে সাতপুরুষ ধরিয়া করি আরতো কেউ করেনা ?

ওস্তাদ : করে না, তোমারে কে কইলো এক এক যেগায় এক এক নাম। আমরার ই দেশে এক বিরাট মিল আছে রে, কিন্তু নাম আলাদা। কেউ করে নীলের পূজা, কেউ করে গাজন, কেউ বৈসাখী, কেউ ওনাম, কেউ বিহু লক্ষ্য দেশের মানুষের কল্যান।

গৌরী : সারাদিন চড়ক লইয়া বই থাকলে অইব নি। তোমরারও কোন কাজ কাম নাই নি। যাও চাইন বাড়ি ঘরো।

(সবাই উঠে চলে যায়)

হর : কিতা গো, আকতা ই ছলল্যায় কেনে, কত শখ করিয়া ওস্তাদের উঠানো বইছে হকলে, কত গফ জমছিল, দিলায় তো জল ঢালিয়া।

গৌরী : গফে বাত দিব নি। দুই দিন পরে সবে সন্ন্যাস লইবায় ১ মাসের লাগি। তখন আমরা মা-বেটি খাই কিনা খবর লও নি। অখন অন্ততর একটু চাউলের ব্যবস্থা কর।

হর : কিতা ! চাউলর ব্যবস্থা ! সামনে চড়ক আমার মাথাত অখন কই থাকি আনতাম পতিত ব্রাহ্মণ, কারে সন্ন্যাস বানাইতাম, বালা এগু ঢোল বাজাউরা নাই, হিগুরে কই থাকি যোগাড় করতাম অতা চিন্তায় মাথা আউলা লাগি রইছে।

গৌরী : তে খাইতায় নায় তো আইজ।

হর : ইস্ আমার মাথা খাইয়ো না। একদিন দেখবায় নিমাইর মতো আমিও সংসার ছাড়ি যাইমুগি। গান ..... নিমাই আমার সন্ন্যাসে যায় মাকে ছাড়িয়া।

(প্রস্থান)

গৌরী : ঠাকুর হে বুড়া শিব একটু মতি গতি ফিরাও ই ওস্তাদর ঔ যে গেল আর তো গিলিয়া আইব। ঠাকুর বাঁচাইয়া রাখিও।

(প্রস্থান)

(লাইট অফ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সুবল বসে চড়কের দা, তরোয়াল বানাচ্ছে এমন সময় রন র প্রবেশ)

রন : সুবল দা ও সুবল দা

সুবল : রন নি বা কিতা কও চাইন

রন : ওস্তাদ কই বা, বাড়ি বাড়ি গিয়া ভিক্ষা কবে শুরু হইত

সুবল : কাইল থাকিয়া, আর নাইলে সময় কই। তে বা রন ওস্তাদে কইছইন তোমারে ইবার গৌরী বানাইতা।

রন : কি যে কও, আমার যে লইজ্জা লাগব। আর আমার পায়ে নু একটু দোষ আমি কিতা পারমু নি।

সুবল : এ পারতায় না কেনে বা ঔ তো রুমাল ধরলায় আর.....

(নেচে, গেয়ে দেখায়। শম্ভু আসে শিবের নাচ শুরু করে)

সুবল : ঔ আমরার আসল শম্ভু আইছইন। তোর ই শিবের জায়গা পাক্কা, ইটা তুই ছাড়া আর কেউ হইত নায়।

(এমন সময় দুজন শহুরে তরুণী আসে)

তরুণী-১: এই যে শুনছেন - এই দিকে ডুগলা পাড়াটা কোন দিকে ?

শম্ভু : কিতা কইলা !

তরুণী-২: না মানে চড়ক শিল্পি হরকুমার শব্দকরকে চেনেন ?

শম্ভু : কইরা শিল্পি, আবার কইরা ডুগলা পাড়া ! হায়রে ভদ্রলোক। কইন ওস্তাদের লগে কি দরকার।

তরুণী-১: না মানে সামনেই তো লোকসংস্কৃতি উৎসব তো লোকশিল্পি হিসাবে উনাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে, আর উনার দলের গাজন নৃত্য পরিবেশন করার নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিলাম।

শম্ভু : ও মানে আর একবার গাড়ি ভর্ত্তি করি শহরে যাওয়া, বাবুরারে নাচ দেকানি আর

মিষ্টির প্যাকেট লইয়া খুশি হইয়া বাড়িত।

সুবল : ইশ্ তুই বেশি মাতচ, দেইন দিদিমনি চিঠি ওটি কুনতা এনেছেন। ইগুর মাতে কোনতা মনে করবেন না।

তরুণী-২: না না, ঠিক আছে, এই নিন (চিঠি দেয়)। আর শুনুন আমাদের স্কুটিটা একটু ধাক্কা দেবেন। যা নোংরা রাস্তা আর চারিদিকে যা অবস্থা।

সুবল : ঠিক আছে, ঠিক আছে চলুন না কি করতে হবে।

(সুবল ও তরুণীদ্বয়ের প্রস্থান)

শম্ভু : হায় রে, লোকসংস্কৃতিরে বাঁচাইবার লাগি সরকার, শিক্ষিত মানুষ কত চেষ্টা করের অথচ ছোটলোক, ডুগলা পাড়া, ঢুলিপাড়া ই শব্দটি তো মন থাকি ফালাইতায় পারলায় না।

(লাইট অফ)

তৃতীয় দৃশ্য

(দা হাতে নণি চড়কের মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে এমন সময় ওস্তাদ আসে।)

ওস্তাদ : বাঃ ঔতো তুই পারচ, দেখি দাটা দে চাইন। শম্ভু এদিকে আয়চাইন।

(শম্ভু আসে, দা ধরে ওস্তাদন নণিকে দা তে ওঠতে বলল, নণি ভয় পেয়ে পড়ে যায়)

নণি : ই প্রত্যেক বছর বর্শি গাথা, দা খেলা, শিক গাথা অতো কষ্ট ভালালাগেনা।

ওস্তাদ : কস কিতা ইটা আমরার ধর্ম।

নণি : ধর্ম তো ঠিক, কিন্তু অত বীভৎসতা যে ধর্মে এই ধর্মটারে বদলানি যায়না

ওস্তাদ : না যায়না বাপ-ঠাকুরদার আমল থাকি চলিয়াআর দেশের মানুষের রোগ-শোক দূর করার প্রার্থনা করি আমরা সবের দুঃখ দূর হউক আমারে যত কষ্ট দেও হে বুড়া শিব।

নণি : মানুষর কষ্ট দূর করি তোমার কিতা লাভ। তোমার ঘর যখন খাওয়া থাকেনা তোমারে কেউ খাওয়ায় ? তোমার ঘর বিয়ার উপযুক্ত মাইয়্যা ইগুরে বিয়া দিতায় পাররায় না টাকার লাগি কেউ সাহায্য করের ?

ওস্তাদ : করের সরকারে লোকশিল্পী হিসাবে আমারে ভাতা দের আমার মাইয়্যা যখন লেখা পড়া বাদ দিয়া ঘর তখন রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান থাকি আইয়া স্কুল নিয়া ভর্ত্তি করাইছে RSTC থাকিয়া মাধ্যমিক পাশ করাইছে।

নণি : কিন্তু এটাই কি সব, সাতপুরুষ ধরিয়া যে মানুষের মঙ্গল চাইরায় এইটার প্রতিদান কি একটা ভাতা আর মাধ্যমিক পাশ করানি।

ওস্তাদ : না সবটা নায় কিন্তু আমরা ইটা করিয়া যাইমু, কারণ আমরার সিঁড়ি বাইয়াই বাবুরা যুগে যুগে স্বর্গে উঠছে, ইটাই আমরার গর্ব। মহারাজায় শুরু করছিলা এই চড়ক এরপর থাকিয়া আইজ পর্যন্ত চলিয়া আর, সবচেয়ে ভালা যখন ভাবি আমরা মানুষের ভালা চাইরাম তখন সব কষ্ট দূর হই যায় রে।

নণি : একবারে নু বুলে ব্রিটিশ সরকারে এই চড়কপূজা, বর্শি গাথা, শিখ গাথা বন্ধ করি

দিছিল।

ওস্তাদ : ওয় ইতা বুলে বর্বরতা, এরলাগি বন্ধ, কিন্তু আমরার বাপ-ঠাকুরদায় মানছইন না। আর সাহেব ইটা ভারতবর্ষ, পৃথিবী খুঁজিয়া এমন দেশ পাইতায় নায় যেখানে মানুষ মানুষের কল্যাণের লাগি বরত, উপাস, কৃচ্ছ সাধন করের। ইতা বিলাত খুঁজিয়া পাইতায়।

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী : ইতা মাতিয়া পারতেনায় রে রন, বড় সরল এই মানুষটি হিংসা নাই, চাওয়া নাই, একবেলা পান্তাভাত জুটলেই খুশি। বৌ বাবুর বাড়ি কাম গেলোগি আর এরা বাজনার বায়না পাইলে বাজাইলো নায় সারাদিন চড়কের কথা ভাবলো, ঘর জোয়ান মাইয়্যা কেমনে বিয়া দিত কোন চিন্তা নাই। (কান্না)

ওস্তাদ : চিন্তা আছে, দেখিও ইবার চড়কের পরই পাত্র লইয়া আইমু।

(নণিকে ইঙ্গিত করে নণি লজ্জা পায়)

গৌরী : আর তুমি আনছ

ওস্তাদ : গান ধরে ..... গৌরী সাজাইয়া দাও মোরে মা মেনাকা

(স্কুল থেকে মেয়ে বেলা ও তার বান্ধবী রীনা আসে)

ওস্তাদ : কিতাগো স্কুল থাকি আইগেছো নি আইতে অত দেরি কেনে।

(বেলা কাঁদে)

ওস্তাদ : কিতা হইছে রে আমারে কে কিতা কইছে, রীনা কও চাইন দেখি কিতা হইছে।

রীনা : না মানে বিশু মাহাজনের পুলা স্বপনে কইছিল বেলারে বিয়া করব আর আজকে স্কুল যাওয়ার সময় গাড়িত উঠাইয়া কই লইয়া গেছে, অখন আনিয়া দিয়া গেছে। তাইর সর্বনাশ করিলাইছে। (সবাই কাঁদে, ইথারে বাজছে সখি চলো দেখি গিয়া)

ওস্তাদ : তাইরে লইয়া ঘর যাও, নণি দা দে

নণি : ওস্তাদ ! দে .....

দা নিয়ে চড়কের খেলা শুরু করে গান ধরে .....

রাজার প্রাণ কাঁপে ডরে
অসুরের ও মুন্ডমালা শশ্মান কালির গলে।।

(শুরু হয় কালি, শিব, অসুর নৃত্য যা অসুর দমনের দ্যুতক ওস্তাদ পাগলের মতো ঢোল বাজায়, কালি অসুর বধ করে উন্মাদিনীর বেশে বেলার প্রবেশ)

ওস্তাদ : কালি রে নম দে, সব পাপ দূর হইব।

বেলা : আর কতদিন তুমি অসুর বধ করতায়, ই অসুরের জাত কি ফুরায় না নি আমরা দেশের মানুষের মঙ্গলের লাগি অত কিছু করি কিন্তু আমরার মঙ্গল হইব কোনদিন।

(চড়কের বাজনা বাজে শুরু হয় চড়ক মেলা)

---------- যবনিকা ----------